নিউ টকিজের

Released
25-8-1944

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স রিলিজ

Insist on
ROSCO'S
Scented
COCOANUT OIL
For the HAIR
PUREST & SCIENTIFICALLY REFINED.
PROMOTES THE GROWTH AND
ARRESTS FALLING HAIR.
FRANK ROSS & Co. LTD. CALCUTTA. DARJEELING

নিউ টকিজের চিত্র-নিবেদন

সমাজ

ভূমিকা-লিপি

ছায়া দেবী	জহর গাঙ্গুলী
রেণুকা রায়	নরেশ মিত্র
অর্পণা	ভূমেন রায়
সুহাসিনী	শ্যাম লাহা
রাজলক্ষ্মী (বড়)	ফণি রায়

সুধীর সরকার, মিহির মুখার্জ্জি, বেচু সিংহ বন্দনা, বেলা বোস, আশা বোস, প্রভৃতি

●

—সংগঠণকারীগণ—

প্রযোজনা—কে. তুলসান
কাহিনী ও পরিচালনা—হেমন্ত গুপ্ত
প্রধান কর্ম্মসচীব—অমিয় মাধব সেনগুপ্ত
আলোক-চিত্র—শচীন দাসগুপ্ত
শব্দানুলেখন—মান্না লাডিয়া
গীত-রচনা—মণিমালা দেবী
সুর-সংযোজনা—হিমাংশু দত্ত (সুরসাগর)
আবহ-সঙ্গীত—তিমিরবরণ
চিত্র-পরিস্ফুটন—জগৎ রায়চৌধুরী ও পূর্ণ চট্টোঃ
সম্পাদনা—সুকুমার মুখার্জ্জি, রাজেন চৌধুরী, সুধীন্দ্র পাল
ব্যবস্থাপনা—নিত্যানন্দ গুপ্ত
কারুশিল্পী—মণিলাল ও ঈশ্বরলাল
রূপসজ্জা—পঞ্চানন দাস ও কালিদাস দাশ

—সহকারীগণ—

পরিচালনায়—প্রবোধ সরকার, সরোজ ঘোষ, হীরেন রায়
আলোকচিত্রে—দিবেন্দু ঘোষ
শব্দ-নিয়ন্ত্রনে—সুনীল ঘোষ
ব্যবস্থাপনায়—গোরা গুপ্ত
সম্পাদনায়—সুবোধ কর্ম্মকার

(শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে গৃহীত)

●

এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রিবিউটার্স রিলিজ

কাহিনী

হয়তো কোনও কারণ ছিল, অথবা ছিল না, সঠিক ভাবে সে কথা জানা যায় না ; তবে, বর্ত্তমান সমাজ, শিক্ষা ও সভ্যতার ওপর দস্তুর মত বীতশ্রদ্ধ হ'য়েই পরেশ রায় তাঁর মাতৃহীন শিশু-সন্তান শেখরকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিলেন। বিষয়-সম্পত্তির ভার দিয়ে গিয়েছিলেন বাল্যবন্ধু এটর্ণি অবনী চৌধুরীর হাতে।

পরেশ চৌধুরীর শিক্ষায় শেখর হয়তো খাঁটি মানুষ হ'য়েছিল, কিন্তু, বর্ত্তমান সমাজের চাল-চলন, আদব-কায়দা সবই র'য়ে গিয়েছিল তা'র কাছে অজ্ঞাত। অন্তরের ভাবকে সহজ ও সরলভাবেই সে প্রকাশ কর'তে শিখেছিল ; শেখেনি শুধু ভণ্ডামি, মিথ্যাচার। তাই পরেশ বাবুর মৃত্যুর পর অবনী বাবু যখন তা'কে জঙ্গল থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এ'লেন, বর্ত্তমান সমাজের স্বরূপ দেখে সে তিক্ত-বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।

অবনী বাবুর একমাত্র কন্যা সুপ্রভার বন্ধু সীতার সঙ্গে অত্যন্ত হাস্যকর একটা ব্যাপারের মধ্যে গিয়ে শেখরের আলাপ হ'ল। সীতাও সুপ্রভার সঙ্গে সঙ্গে শেখরকে তা'র জন্মদিনের উৎসবে নিমন্ত্রণ ক'রে বস্‌ল। আধুনিক সমাজের মেয়ে হ'য়েও সীতা চিন্‌তো এই ভণ্ড স্বার্থপর সমাজকে। আজীবন এই সমাজে মানুষ হ'য়েও তা'র অন্তর বিতৃষ্ণ হ'য়েছিল এই সমাজের ওপর। এক মুহূর্ত্তেই সে শেখরকে চিনেছিল, এমন কি তা'র বন্ধু সুপ্রভার চেয়ে, ভাল ক'রে। এক আধুনিক সমাজের পার্টি শুনেই শেখর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান কর'লে। কিন্তু, সীতা যখন বল্‌লে, 'আপনি যদি মানুষ হ'ন, আমায় বাঁচান ; আজ পার্টিতে আসবেন, সব কথা বল্‌বো ; তখন, শেখর 'না' বল্‌তে পারলে না।

.....পার্টি !.....

সীতার পাণিগ্রহনেচ্ছু ব্রিফ্‌লেস্ ব্যারিষ্টার মিঃ নন্দদুলাল রে, শারীরিক বর্ণ ও নাম ব্যতীত সর্ব্বতোভাবে সায়েব। বিলেতকে 'হোম্' বলেন ; বিবাহকে ভাবেন পরস্পরের সম্মতিমুলক চুক্তি, 'প্রেম'কে বলেন সেন্টিমেণ্ট ; আর যারা ভালবাসে তারা সব sentimental fools ! এ হেন রে সায়েব সীতাকে বিবাহ কর'তে চান, কারণ, সীতা আধুনিক সমাজের মুকুটমণি। রে সাহেব স্বীকারও করেন,—"তোমার খোসামুদী করছি না। আমাদের সমাজে তোমার মত শিক্ষিতা, আধুনিকা, ও আলোকপ্রাপ্তা মহিলার স্বামী হওয়া আমার মত ব্রিফ্‌হীন ব্যারিষ্টারের পক্ষে কম গৌরব নয়। শুধু তোমার স্বামী ব'লেই অনেকে সেধে আমার মক্কেল হ'বে।" আরও বলেন,—"প্রয়োজন আমার শুধু তোমাকেই। অতএব তোমার এই বাড়তি ভালবাসাটা কোনও জানোয়ার কিম্বা কোনও কল্পনাপ্রবন নির্বোধকে বিলিয়ে দাও, আমার কোনও আপত্তি নেই —So long you are mine" !

সীতাকে এ'ও সহ্য করতে হয়। কারণ, মিঃ রে'র কাছে আছে নাকি তা'র 'মৃত্যুবাণ'। অথচ, কি সে, সীতা নিজেও জানে না। পঙ্গু পক্ষাঘাতগ্রস্তা মা সাবিত্রী দেবীকে সীতা জিজ্ঞেস ক'রে সহজ উত্তর পায় না। মা যেন কেমন হ'য়ে ওঠেন, কথাটা চাপা দিয়ে মিঃ রে'কে শান্ত ক'রেন। সীতার কাছে সবটা

রহস্য মনে হয়। পাছে মা ব্যথা পা'ন, তাই, অসহ্য হ'লেও রে'কে সে কিছু ব'লে না। তা'র এই অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করবার জন্যেই হয়তো বা সে শেখরকে পার্টিতে আমন্ত্রণ ক'রেছিল; কিন্তু, কি'ছুই তা'র ব'লা হল না। পার্টির শেষে, শুধু এই কথাটাই পরিষ্কার হ'য়ে গেল যে, সীতা শেখর সম্বন্ধে একটু বেশী সচেতন। ঈর্ষা হ'বার কিছুই নেই, অথচ সুপ্রভা একটু যেন ঈর্ষান্বিতাই হ'ল। মিঃ রে একটু হাস্‌লেন। শেখর নির্ব্বিকার।

সামাজিক আদব-কায়দা-জ্ঞান-বর্জ্জিত শেখরের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা হাস্যকর হ'লেও, তা'র সহজ সারল্য সুপ্রভার মনকেও সচেতন ক'রে তুলেছিল। ঈর্ষাটুকুর ফলে সে একটু বেশী সচেতন হ'য়ে উঠ্‌ল ও শেখর এবং নিজের সান্নিধ্যকে ঘনিষ্ঠ ক'রে তোল্‌বার চেষ্টায় মন দিলে। হঠাৎ শেখর জিজ্ঞেস ক'রে বস্‌ল, "আচ্ছা তোমার ঐ বন্ধু সীতাটি কি রকম ব'লো তো; বল্‌লে, আমার বিপদ, সব বল্‌বো পার্টিতে আসুন, অথচ, কিছুই বল্‌লে না।"

—আপনি কি সত্যিই বোঝেন না?' সুপ্রভা জিজ্ঞেস্ করে।

—কি বুঝিনা ব'লো তো?

—সীতা আপনাকে—আপনাকে ভালবাসে।

—ভালবাসে? সেটা কি রমক হ'ল।

—আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না।

—পারবো না মানে? বোঝাতেই হ'বে। আমাকে ভালবাসে অথচ, আমি বুঝবো না; না না সে কি ক'রে হয়।

অকস্মাৎ সীতা এসে হাজির। সরল শেখর ব'লে বস্‌ল, "এটা কিন্তু আপনার অন্যায়, আমাকে না জানিয়ে—আচ্ছা, আপনি নাকি আমায় ভালবাসেন?"

সীতা সুপ্রভা অপ্রস্তুত। সীতা ছুতো ক'রে পালিয়ে বাঁচল; সুপ্রভা বল্‌লে, 'আচ্ছা, ঐ কথা কেউ জিজ্ঞেস করে, আপনি কি বলুন তো!"

শেখর বুঝলে, এ কথাটা বলা অন্যায় হ'য়ে গেছে। সে ছুট্‌ল সীতার বাড়ী ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌তে।

সীতার অসাক্ষাতে মিঃ রে তখন সাবিত্রী দেবীর সঙ্গে সীতা সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌'ছেন, অর্থাৎ মৃত্যুবাণ শানাচ্ছেন।

শেখর সীতাকে খুঁজতে গিয়ে মিঃ রে'র কাছে শুন্‌লে, সীতা মিঃ রে'র ভাবী স্ত্রী এবং সীতার নির্লিপ্ত কথায় বেশ একটু অপমান বোধ ক'রেই ফিরে এ'ল। ফিরে এসে দে'খ্‌ল, সুপ্রভাকে তার নিজের ঘরে—ঘরের সংস্কৃতি সাধনায় ব্যস্ত। ক্ষুব্ধ হ'য়ে শেখর জঙ্গলে ফিরে যাবার বাসনা জানালে।

—"সহর ভাল নয়, সহরের লোকগুলোও ভাল নয়।" শেখর বল্‌লে।

....

—"আজকের সভ্যতার কথা, আজকের সভ্যতার কথা, আমি শুনেছি, পড়েছি, জানি। তবু গোলমাল হ'য়ে যায় কখনও মিশিনি ব'লে। আমি জানি, এখানে মিশ্‌তে হ'লে সসঙ্কোচে মিশ্‌তে হয়, অনেক নিয়ম মেনে চল্‌তে হয়; কিন্তু বুঝি না, কোন্‌টা নিয়ম, কোন্‌টা নিয়ম নয়; কোথায় মিথ্যে বল্‌তে

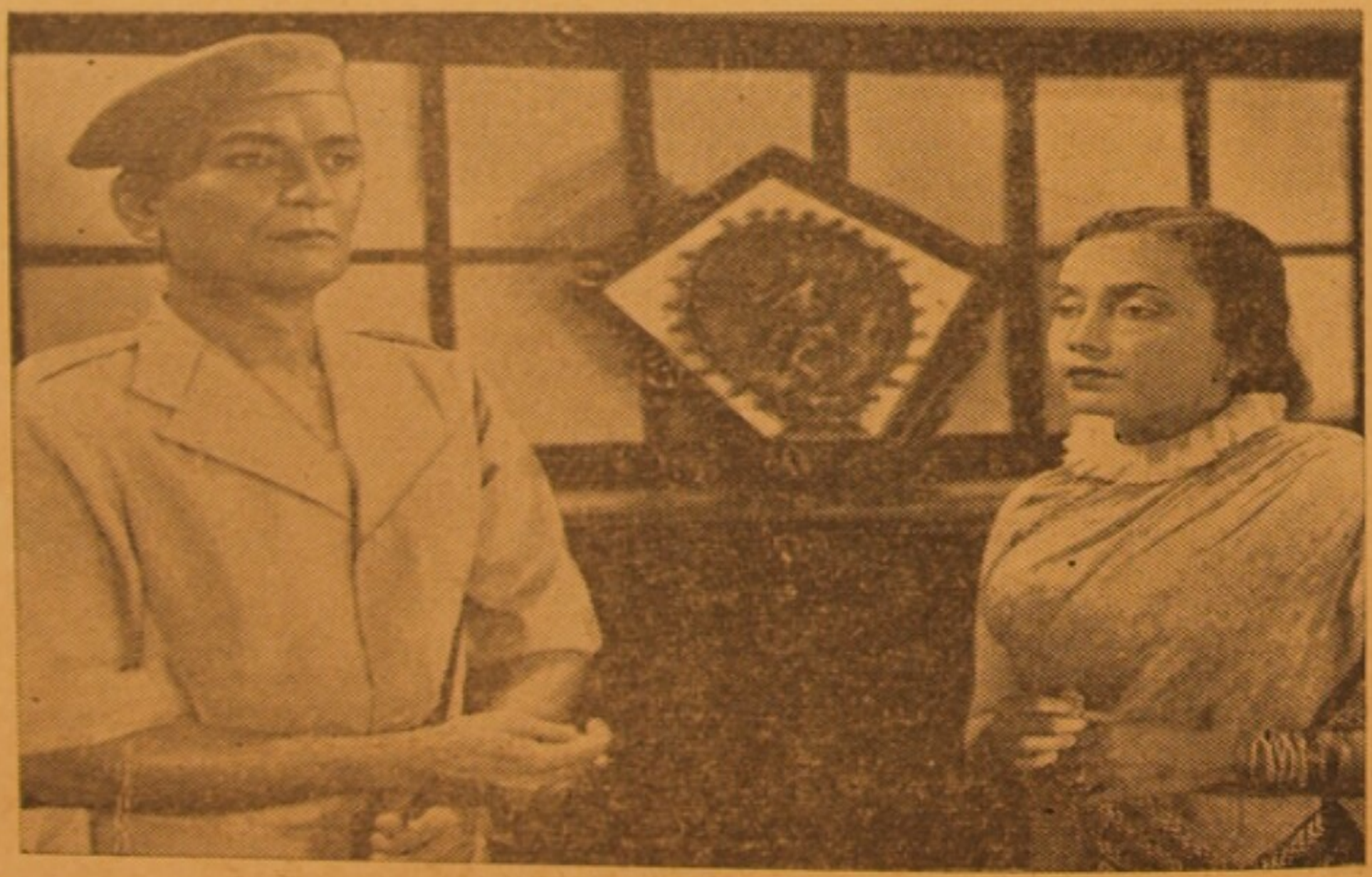

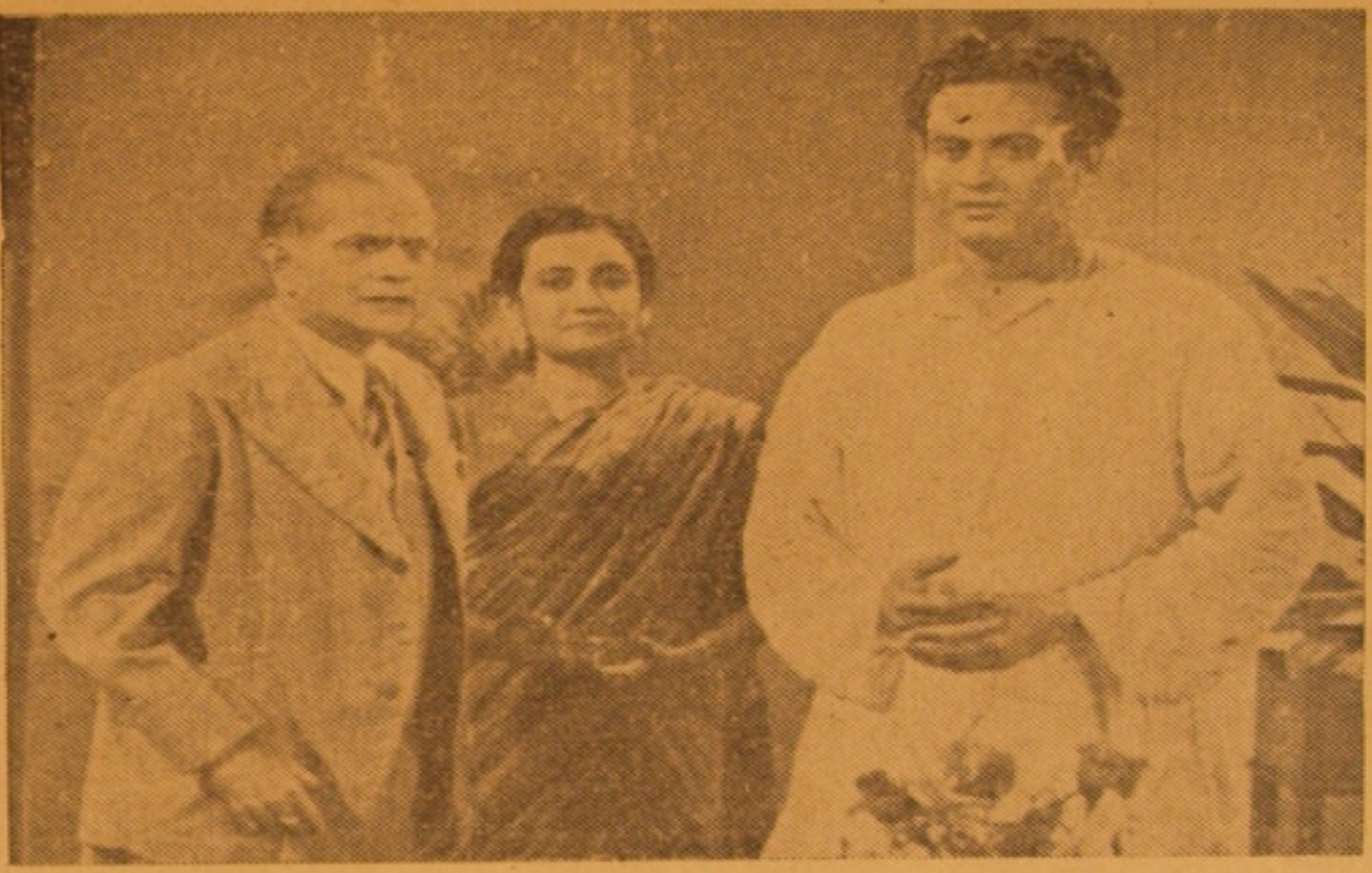

হয়, কোথায় ফাঁকি দিতে হয়। মিথ্যে ফাঁকি তো শিখিনি কখনও, সংকোচ নিয়ম কখনও মানি নি।"—

—আমি জানি শেখর বাবু, আমি বুঝি।

—তুমি বোঝ, কিন্তু, সীতা কেন বোঝে না?

—নাই বা বুঝল সীতা।

—না না সীতাকে আমি বুঝিয়ে দিতে চাই। কেন সে আমায় ভুল বুঝবে, কেন সে ভাব্‌বে আমি অসভ্য, অভদ্র; আমি তাকে ঐ কথা ব'লে অপমান ক'রেছি।'

শেখরের ধারণা হ'ল, ঐ কথার জন্যেই সীতা নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়েছে—হয়তো বা অপমান বোধ ক'রেই।

শেখর আবার ছুটল সীতার বাড়ী, তা'র ভুল ভেঙ্গে দিতে; সীতাকে জানাতে যে, সে তাকে অপমান করবার জন্যে. "আপনি নাকি আমায় ভালবাসেন", এ কথা বলে নি। সুপ্রভার হ'ল অভিমান।

সহরে শেখর নতুন। সহরের পথ-চলাতেও অনভ্যস্ত। হঠাৎ একখানা মোটর—

হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় সারাক্ষণ সুপ্রভাকেই খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল। খবর পেয়ে সীতা ছুটে এ'ল দেখ্‌তে, শুন্‌লে, শেখর খুঁজছে সুপ্রভাকে। ডাক্তারদেরও মত এসময় সুপ্রভা কাছে থাক্‌লে রোগীর উপকারই হয়। সুপ্রভার অভিমানই তখন বড়ো হ'য়ে উঠেছে—

সুপ্রভার ভূমিকা অভিনয় ক'রে সীতা অনেক কিছুই সঞ্চয় ক'রে নিয়ে গেল—আর নিয়ে গেল দুই চোখ ভরা অশ্রুর রাশি। সুপ্রভার অভিমান হার মান্‌ল। সেও এ'ল কেবিনে—তখন শেখর বুঝলে, কে এসেছিল, কে অভিনয় ক'রে গেছে সুপ্রভার ভূমিকা; শুধু সে সুপ্রভাকে খুঁজেছিল ব'লে; শুধু তা'র তৃপ্তি সাধন কর'তে কে অন্তরের জীর্ণ পত্রে অশ্রুর অক্ষরে লিখে নিয়ে গেল ব্যথিত ইতিহাস।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই সে ছুটল সীতার কাছে—শেখর জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন সেদিন ব'লো নি, তুমি সুপ্রভা নও, সীতা?

—ক'বে বলুন তো?

—হাসপাতালে যেদিন সুপ্রভা সেজেছিলে।

—সুপ্রভাকেই তো খুঁজেছিলেন। তাই সুপ্রভা সেজে একটু খুসী ক'রে এলাম আপনাকে।.....

—ও, আপনাকে বলাই হয় নি শেখর বাবু, আমার যে বিয়ে মিঃ রে'র সঙ্গে, এক হপ্তা পরেই।

শেখর নির্ব্বাক।

—খুব ভাল লোক, সত্যি শেখর বাবু এত ভাল লোক যে আমার ভয় হয়।.....

.....শেখর জিজ্ঞেস্ ক'রে "তাহ'লে তোমার সব মিথ্যে, সেদিনের সব কিছুই খেলা।

সীতা হাসে, কান্নার মত হাসি।

—এত দেরীতে বুঝ্‌লেন শেখর বাবু? আপনার অসুখ, তাই আপনাকে ভোলাতে।......ছেলেবেলায় পুতুল খেলেছি, আজও সে অভ্যেস ভুলতে পারিনি শেখরবাবু।"

তারপর?............

—গান—

(১)

তোমার সাগর কূলে-কূলে-মোর
দুরাশার বালুচর,
ধূলার খেলায় ভুল ক'রে সেথা
বাঁধি মোর খেলাঘর।
জানি আছে লেখা, বেদনা অতুল,
কূল ভাঙ্গা ঢেউ ভেঙ্গে যাবে ভুল,
শুধু এ রচনা ভাঙনের মাঝে
ক্ষণিকের অবসর।
এই ভাল তবু খেলাঘর খানি
ভেঙ্গে ভেঙ্গে তুমি বুকে লবে টানি,
আমার চিহ্ন মুছিয়া তোমাতে
বিলীন করিবে ঘর,
তনু-মন-অন্তর;
হে সাগর, হে সাগর!

(২)

নিঝুম, নীরব সন্ধ্যা!
অন্তর-গহনে মঞ্জুরিল,
বুঝি মঞ্জুরিল
প্রেমের রজনী গন্ধা।
সুপ্ত ছিল যে গন্ধ
বুঝি জাগরণে আজ এই ক্ষণে
কা'র লাগি হ'ল অন্ধ,
বন্ধনহীন কারই সন্ধানে
বায়ুভরে যায় কোথা কোন্‌খানে,
যেথা মায়ানীড় সে র'চে বিজনে
স্বপন-অলকনন্দা!

(৩)

একজনা সে একজনা
হৃদয় জানে নামটি তাহার,
আঁখির সাথে নাই চেনা।
অবাক আঁখি হেরিলে তায়
হৃদয় কহে তার পরিচয়,
সকল হিয়া পল্লবিয়া
কহে আমার চিরজানা।
আভাসে তার কূলে কূলে
হৃ-দ্‌যমুনা আজ উথলে
জোয়ার লাগে অনুরাগের
উজান বহে এ কটানা।

(৪)

এক নিমেষের দেখা
ক্ষণিক পরিচয়,
তাই নিয়ে মোর হায়
গানের সঞ্চয়।
সে গান আমি ধূপের মত
প্রেমের শিখায় জ্বালাই যত,
সুরের সুবাস তার পানে আজ
যায় যে ভেসে যায়।
সে-সুর সেথা হয় কী হারা,
সে-জন তারই পায় কী সাড়া ?
সুরের ধারায় গানের ভাষার
আভাস কী সে পায় ?

(৫)

ওগো, অকরুণ দেবতা !
শুনিতে না পাও বুঝি
মর্ম্মের বারতা ?
একী হায় বেদন-ধ্বনি
ক্ষণে ক্ষণে বাজে
ওঠে অনুরণি ?
নির্ম্মম বীণকার
এ বীণায় তুমি আর
নাহি দিও ঝঙ্কার !
অবশ বীণার তার
অসহ ব্যথার ভার
বোঝ কী সে-কথা,
অকরুণ দেবতা !

(৬)

তোমার সাগরে মেঘের রচনা,
সে-মেঘ আমার বুকে ;
ঘনায় নিবিড় হরষ-ব্যথায়
গভীর সুখে ও দুঃখে।
আমারে ব্যথিতে তব আয়োজন,
ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায় অন্তর-মন ;
তবু এ ব্যথায় তোমারি পরশ
লভি যে পরম সুখে।
মেঘের বেদনা বিজলী দহন,
যত দাও স'ব তোমারি শরণ,
সহিবার যাহা সহিয়া অশ্রু
ঝরিবে তোমার বুকে,
যত মেঘ তুমি রচিবে হিয়ায়
রচিব অশ্রু চোখে।

এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রিবিউটার্সের
আগামী নিবেদন
চিত্ররূপা লিমিটেডের—

সন্ধি

কাহিনী : শৈলজানন্দ
পরিচালক : অপূর্ব্ব মিত্র
প্রযোজক : দেবকী বসু
সঙ্গীত : অনিল বাগ্‌চী

নিউ টকিজের—

বন্দিতা

পরিচালক : হেমন্ত গুপ্ত
সুর-শিল্পী : হিমাংশু দত্ত
সুবল দাশগুপ্ত
তিমির বরণ

দশ মিনিটে ১৯৬,৫০০,০০০ বর্গ মাইল

চায়ের পেয়ালায়

ভ্রমনে নেশা আছে। অদ্ভুত দেশ আর আশ্চর্য্য মানুষের কথা সকলের কল্পনাতেই উত্তেজনা আনে। দুর্গম অন্ধকার অরণ্যময় আফ্রিকা থেকে মিশর আর তার আদীম রহস্য; আবার মিশর থেকে আমেরিকা, যেখানে যন্ত্র সভ্যতার চরম বিকাশ। এই রকম আরও কত! ভ্রমণে সত্যি নেশা আছে। কিন্তু বাধাও কম নয়। প্রয়োজন অর্থ, প্রয়োজন অবসর আরও কত কি। এ সমস্ত সুবিধে থাকলেও পৃথিবীর বুকে ১৯৬,৫০০,০০০ বর্গ মাইল বাস্তবিক ঘুরে আসতে কেউ পারে না। কারণ আমাদের জীবন সংকীর্ণ। কল্পনায় ভ্রমণের এ সব হাঙ্গামা কিছু নেই। তার জন্যে দরকার শুধু একটা জিনিষের—এক পেয়ালা ভাল চা। তাই ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ সঙ্গি ভ্যালি ভিউকে ভুলবেন না।

KEEP YOUR PARTY GAY

ভ্যালি-ভিউ আধুনিক রুচির চা

গুণে... গন্ধে অতুলনীয়!

নিত্য স্নানে
প্রসাধনে

শ্রীকল্যাণ

কেমিক্যাল
কলিকাতা

শ্রীসুশীল সিংহ কর্তৃক এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্সের তরফ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং জি সি রায় কর্তৃক জুভেনাইল আর্ট প্রেস, ৮৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা মাত্র